দৈনিক ইনকিলাব

087

তারিখ 01 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাম্প্রতিককালে যে সব দুঃখজনক ঘটনা একের পর এক ঘটে যাচ্ছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ আদৌ অবশিষ্ট আছে কি-না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আজ যেন আর সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার শিক্ষাঙ্গন নয়, বরং এগুলো আজ সমাজ বিরোধী, লুটেরা, মাস্তান এবং তথাকথিত ছাত্র নেতা, উপনেতা ও পাতিনেতাদের মধ্যে সৃষ্ট আত্মকলহের এক সাক্ষাৎ রণাঙ্গন। সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাই এর জ্বলন্ত প্রমাণ। এসব উপর্যুপরি ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যায়। কারণ তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় এসব বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট তথাকথিত ছাত্র নেতারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছে। সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবের এক রিপোর্ট দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদের অধিকাংশই উচ্চবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারের এবং তারা কেউই নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসেনি। সুতরাং অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকুক এটা তারা চায় না। মুখে সর্বহারা শ্রেণীর বুলি আওরালে কি হবে মনে-প্রাণে তারা বুর্জোয়া শ্রেণীর সেবাদাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন ছাত্র ছিলাম তখন এদের সীমাহীন দৌরাত্ম্য অত্যন্ত অসহায়ভাবে অবলোকন করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো তাদের কাছে স্বর্গরাজ্য। তারা সেখানে যা খুশী তাই করতে পারে, কেউ বাধা দিতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মূলতঃ এদেরই দাপটে কম্পমান। সুতরাং এই যখন অবস্থা তখন সংসদে বসে শুধু 'অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গন আইন' পাস করলেই কি সব সমস্যার সমাধান সম্ভব? আসলে যে জিনিসটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এ মুহূর্তে জরুরী তা হচ্ছে এসব রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ছাত্র নামধারী অছাত্র, মাস্তান দুষ্কৃতকারী ও তথাকথিত ছাত্র নেতাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করা। আর এ ব্যাপারে সরকারের দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধ করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে আগে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে এবং তা করতে হলে এই অস্ত্রের রাজনীতির হোতাদের খুঁজে বের করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গন থেকে উৎখাত করতেই হবে। আর তা করলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে, অন্যথায় নয়।

—মোঃ নরুজ্জামান (শাহরিয়ার)

প্রসঙ্গঃ ছাত্র রাজনীতি

জাতীয় সংসদে গৃহীত প্রস্তাবটি সত্যিই প্রশংসনীয়। 'অস্ত্রের রাজনীতি' বন্ধ করা হোক। তাই বলে ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা কখনোই প্রশংসনীয় হতে পারে না। কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হিসেবে সকলেরই কাম্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধ হোক। বায়ান্নোর সেই রক্তঝরা দিনগুলোতে ছাত্র রাজনীতির যে বিজয় হয়েছিল এ কথা প্রায় নিশ্চিত করে বলা যায়। এ বছরের শুরুতে বাস ভাড়া বেড়েছে। ছাত্ররা বাস-মিনিবাস ভেঙ্গেছে—এখনও ভাঙ্গছে। এটা ছাত্রদের তারুণ্যের প্রতীক। ছাত্ররা ভবিষ্যৎ কর্ণধার ও সচেতন নাগরিক হিসেবেই এই প্রতিবাদ করেছে। আর প্রতিবাদ করেছিল বলেই শেষ পর্যন্ত ঢাকা-টাঙ্গাইল সড়কের চালু বাসগুলো পূর্ব নির্ধারিত ভাড়াতেই চলাচল করতে বাধ্য হয়েছে।

জাতীয় সম্পদের প্রতি দৃষ্টি থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ভেবে-চিন্তে কাজ করতেন। কিছুতেই বাস ভাড়া বাড়ানো হতো না। আর এতো বাস-মিনিবাসও ভাঙ্গচুর হতো না। অকালে ঝরতো না কতগুলো প্রাণ। সুষ্ঠু নীতির অভাব, পরিকল্পনাহীন সিদ্ধান্ত— এসবের জন্যই শিক্ষাঙ্গনে আজ সন্ত্রাস আর অরাজকতা। দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকেই সূত্রপাত ঘটছে ছাত্র রাজনীতির। ছাত্ররা মিছিল করে, শ্লোগান দেয়, প্রদর্শন করে বিক্ষোভ। রাজনীতির জন্ম এখানেই।

তাই ছাত্র রাজনীতি বন্ধ নয়, অস্ত্রের রাজনীতি বন্ধই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। কেননা জাতীয় জীবনে ছাত্র রাজনীতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

আকমল হোসেন খোকন